

ডাঃ জাকির নায়েক

সম্পর্কে কিছু কথা

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রিন্টিং ও বাঁধাইঃ

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

গুভেচ্ছা মূল্যঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

সূচীপত্র

- (১) ভৌগলিক হিন্দু ৫
- (২) আল্লাহকে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বলে ডাকা (নাউয়ুবিল্লাহ) ১০
- (৩) সরকারী আলেম ১৩
- (৪) মতের পরিবর্তন নাকি সত্য গোপন ২২
- (৫) সত্যিই অবাক হলাম!!! ২৯

(১) ভৌগলিক হিন্দু

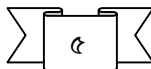
অনেকে হয়তো মনে করবেন ভৌগলিক হিন্দু আবার কি জিনিস! বিষয়টির অনেকের নিকট গল্পে গরু গাছে ওঠার মতো মনে হতে পারে। ব্যাপারটি অবাক হওয়ার মতোই বটে। তার চেয়েও অধিক বিশ্ময়ের ব্যাপার হলো যখন এই নামটি ব্যবহার করে কোনো মুসলিম নিজেকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দেয়। ডাঃ জাকির নায়েক এই কাজটিই করেছেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি একজন ভৌগলিক হিন্দু। মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ ও মুসলিম অবস্থায় জীবনযাপন করা সত্ত্বেও ভৌগলিক ব্যাখ্যার আড়ালে নিজেকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দেওয়া আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন কোনো মুসলিম নিশ্চয় পছন্দ করবেন না। কিন্তু যদি কেউ নিজেই নিজেকে এই নামে পরিচয় দেয় তবে আমার আপনার কি করার আছে? ডাঃ জাকির নায়েক তার বিভিন্ন আলোচনাতে নিজেকে এভাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। যেমন সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব (Universal Brotherhood) ইসলাম কি মানবতার সমাধান? (Is Islam the solution for humanity) ইত্যাদি আলোচনাতে করেছেন। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব শিরোনামের লেকচারটিতে তিনি বিষয়টি খুবই স্পষ্ট করে বলেছেন। আমরা সরাসরি তার কথা তুলে ধরবো। যাতে কেউ মনে না করেন যে, প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

দেবরায় নামের একজন হিন্দু প্রশ্ন করে,

So Zakir Bhai, if a Hindu follows the principles of Qur'an, which are very similar to the principles given in the various Hindu Religious books, can a Hindu call himself as a Muslim – or on the other hand, can a Muslim call himself as a Hindu, because the very topic of your lecture is Universal Brotherhood?

তাহলে জাকির ভাই, যদি একজন হিন্দু কুরানের ঐসকল বিধান মেনে চলে যেগুলো হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত বিধানাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাহলে কি একজন হিন্দুকে মুসলিম বলা যাবে? অপরদিকে একজন মুসলিম কি নিজেকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে? যেহেতু আজ আপনার আলোচনার বিষয় ছিলো সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

ডাঃ জাকির নায়েক বলেন,



Very good question – brother has asked a very good question – If you ask a clean question, I can give a reply – Alhamdulillah. Brother has asked a very good question – Can a Hindu following the principles of Islam in the Qur’an – and Hinduism, be called as a Muslim, and can a Muslim be called as a Hindu – Very good. Let us understand the definition of the word ‘Muslim’ and a ‘Hindu’.

খুবই সুন্দর প্রশ্ন। ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। যদি আপনি আমাকে কোনো স্পষ্ট প্রশ্ন করেন তবে আমি উত্তর দিতে পারব। আলহামদুলিল্লাহ! ভাই খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন- একজন হিন্দু যদি কুরআনে বর্ণিত ইসলামী বিধানসমূহ মেনে চলে তবে সে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে কিনা। একইভাবে একজন মুসলিমকে হিন্দু বলে ডাকা যাবে কিনা- খুবই সুন্দর প্রশ্ন। আসুন আমরা মুসলিম ও হিন্দু শব্দ দুটির সংগা জানার চেষ্টা করি.....

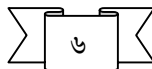
এরপর তিনি মুসলিম ও হিন্দু শব্দদুটির সংগা বর্ণনা করতে শুরু করেন,

As I said ‘Muslim is a parson who submits his will to Allah (swt)’ Almighty God. What is the definition of the word ‘Hindu’ - Do you know? Hindu is a geographical definition – Any one living in India, anyone living on this said of this Iindus valley civilization – he is a Hindu.

যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যে নিজের ইচ্ছাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে। হিন্দু শব্দের সংগা কি? আপনি কি জানেন? হিন্দু একটি ভৌগলিক নাম। যে কেউ ইন্ডিয়ায় বসবাস করে, যে কেউ সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাস করে সে একজন হিন্দু।

এরপর তিনি সরাসরি নিজের উপর হিন্দু নামটি প্রয়োগ করেন,

By definition, I am Hindu – do you know that? Hindu is a geographical definition – You ask anyone – According to Swami Vivekananda, ‘Hindu is a misname’. Geographically I am an Indian – I am a Hindu, Geographically. But Swami Vivekananda said that ‘They should be called as Vedantist – They should not be called Hindus – Vedantist. If so you ask me ‘Am I geographically ‘Hindus’? Yes I am geographically Hindu – I am. But you ask me ... ‘Am I a Vedantist, following the Vedas?’ I said that “Those parts of the Vedas which conciliates with



the Glorious Qur'an – I have got no objection in following those parts – for example, 'That there is one God.' But if you say I believe that Almighty God created the Brahmins from the head, a different caste which are superior caste, the Kshatriyas from the chest.' It is Veda I am quoting.

সংগা অনুযায়ী আমি একজন হিন্দু, আপনি কি এটা জানেন? হিন্দু হলো ভৌগলিক নাম- আপনি যে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। স্বামী বিবেকানান্দের মতে হিন্দু নামটি ভুল। ভৌগলিকভাবে আমি একজন ইন্ডিয়ান আমি একজন হিন্দু, ভৌগলিকভাবে। স্বামী বিবেকানান্দ বলেছেন তাদের (হিন্দুদের) বেদান্তবাদী বলা উচিত তাদের হিন্দু বলা উচিত নয়। বিষয়টি এমন হলে যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন আমি কি ভৌগলিকভাবে হিন্দু? (আমি বলব) হ্যাঁ আমি ভৌগলিকভাবে হিন্দু। হ্যাঁ আমি তাই। কিন্তু যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন আমি কি বেদান্তবাদী? আমি কি বেদ মেনে চলি? আমি বলবো বেদের যে অংশটুকু পবিত্র কোরআনের সাথে মিলে যায় তা মানতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যেমন ধরুন আল্লাহ এক। কিন্তু যদি আপনি বলেন মহান প্রভু ব্রাহ্মণদের তার মাথা হতে সৃষ্টি করেছেন যারা একটি ভিন্ন সম্প্রদায়, যারা সর্বাপো সম্মানিত সম্প্রদায়। শুদ্ধদের সৃষ্টি করেছেন বুক হতে। এসবই বেদে আছে আমি রেফারেন্স উল্লেখ করছি। এরপর তিনি বেদের এ সংক্রান্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন,

So if you ask me 'Do you believe in this philosophy of Veda' – I say 'No'. This particular philosophy.

এখন যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি কি বেদের এই অংশটি বিশ্বাস করি? তবে আমি বলবো না। এই বিশেষ অংশটি (আমি বিশ্বাস করি না)।

প্রশ্নকর্তা আবার বলে,

According to you, anybody who inhabits this land, is a Hindu?

আপনার কথা অনুযায়ী যে কেউই ইন্ডিয়ায় বাস করে সে হিন্দু?

ডাঃ জাকির নায়েক আবার হ্যাঁ সুচক উত্তর দিয়ে বলেন,

Anybody who inhabits India, has to be a Hindu – but naturally. Any one in America, is a citizen of America – he has to be American.

যে কেউ ইন্ডিয়ায় বাস করে তাকে অবশ্যই হিন্দু হতে হবে। কিন্তু এটা প্রকৃতিগতভাবে। যে ব্যক্তি আমেরিকাতে বসবাস করে সে আমেরিকার নাগরিক। তাকে তো আমেরিকান হতেই হবে। শেষে প্রশ্নকর্তা বেশ অবাক হয়ে বলে,

Everyone is a Hindu here..... Ye real brotherhood hai

এখানে যারা আছে সবাই হিন্দু? এ দেখি সত্যিই ভ্রাতৃত্ব!

এখানে আমি ডাঃ জাকির নায়েকের কথা সম্পূর্ণ উল্লেখ করেছি। তিনি কিভাবে কি অর্থে নিজেকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন তাও উল্লেখ করেছি। আশা করি পাঠকদের কেউ মনে করবেন না যে আমি জাকির নায়েকের এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে অজ্ঞ আছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এই সব অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনার পরও একজন মুসলিমের জন্য নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া বৈধ কিনা।

আমাদের উচিত হবে কারো ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিষয়টি নিয়ে মুক্তমনে চিন্তা করা। আমরা কয়েকটি পয়েন্টে বিষয়টির উপর চিন্তা গবেষণা করতে পারি। কোনো শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে কোন অর্থটি ধরা হবে? যে অর্থটি প্রচলিত সর্বজনবিদিত নাকি ১০০ বছর এক হাজার বছর পূর্বে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হতো বা ডিকশোনারীতে শব্দটির যে অর্থে পাওয়া যায় সেই অর্থটি বিবেচনা করতে হবে? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো কোনো শব্দের আভিধানিক অর্থ নয় বরং ব্যবহারীক প্রয়োগই হলো মূল বিষয়। যেমন ধরুন কাফির শব্দটির অর্থ হলো ঢেকে ফেলা বা গোপন করা। কৃষকরা মাটির ভিতর গর্ত করে সেখানে বীজ পুতে দেয় তাই প্রথম দিকে আরবীতে তাদের কাফির বলা হতো। এমনকি কোরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

{أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ}

তার শস্য কাফিরদের আনন্দিত করে। [আল হাদীদ/২০]

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেছেন, এখানে কাফির বলতে চাষীদের বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন, বায়দাবী ইত্যাদি) বহু সংখ্যক হাদিসে এসছে আল্লাহর রসুলের সাহাবারা চাষ করতেন। এখন কাফির শব্দটি চাষীদের জন্য ব্যবহৃত হতো এই যুক্তিতে কি তাদের কাফির বলা যাবে? নাউযু বিল্লাহ !!!

কেনো বলা যাবে না?

কারণ শব্দটির প্রয়োগ ও প্রচলন এখন আর ঐ ধরনের অর্থকে নির্দেশ করেনা। যত বড় বড় ডিকশোনারীই হাজির করা হোক আর যত যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করা হোক এখন আর কোনো চাষীকে কাফির বলা যাবে না। কিছু লোক আছেন যারা শব্দিক গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ভালো খারাপ মিশিয়ে ফেলতে চান। যদি আপনাকে কেউ প্রশ্ন করে, হিন্দুরা কি কাফির? তারা কি জাহান্নামী?

একজন মুসলিম চোখ বুজে বলে দেবে হ্যাঁ তারা কাফির তারা জাহান্নামী। এটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু এখন কি হলো? এখন যদি আপনি বলেন হিন্দুরা কাফির তাহলে তার মধ্যে ডাঃ জাকির নায়েক পড়ে যাবেন। যেহেতু তিনি এক অর্থে হিন্দু। এখন আপনাকে বলতে হবে,

ভৌগলিক হিন্দুরা কাফির নয়! বা যেসকল হিন্দুরা মুসলমান তারা কাফির নয়!!!

কি অবাক কাণ্ড একবার চিন্তা করুন!

খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে খ্রিস্ট (Christ) বলে সেই হিসেবে খৃষ্টান (Christian) অর্থ হলো ঈসা (আঃ) এর শিক্ষা দর্শনের অনুসারী। ঈসা (আঃ) নিজেই বলে গেছেন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসরণ করতে। সুতারাং মুসলিমরাই তার প্রকৃত অনুসারী। অন্য কথায় মুসলিমরাই প্রকৃত খৃষ্টান (নাউযুবিল্লাহ)। উৎপত্তির দিক থেকে ইয়াহুদী (يهودى) শব্দটিও ভালো অর্থ বহন করে।

وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا

ইয়াহুদীদের নামকরণ করা হয়েছে হাদু ক্রিয়া হতে যার অর্থ তাওবা করা। [লিসানুল আরব]

এখন প্রতিটি মুসলিমই তাওবা করে সেই হিসেবে সবাই ইয়াহুদী (নাউযুবিল্লাহ)। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে ভালো-মন্দে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। কেউ কেউ চিৎকার করে বলে উঠবে আমিই ইবলীস। কারণ ইবলীস প্রথমে নেককার ও সৎ ছিলো। কোনো মুসলিম এধরনের শাব্দিক গোলযোগ কামনা করে না। শব্দগুলো যথাস্থানে রাখতে হবে। প্রচলিত ও ব্যবহারিক অর্থ অনুযায়ী বিচার করতে হবে। পুরানো অভিধান আর হাজার বছরের ইতিহাস ঘেটে কোনো শব্দের যে অর্থ বের হয় সেটা বিবেচ্য হবে না।

(২) আল্লাহকে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বলে ডাকা (নাউযুবিল্লাহ)

এখানেই শেষ নয়। জাকির নায়েকের মতে আল্লাহকে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বলে ডাকা যায় (নাউযুবিল্লাহ)। এই কথাটি তিনি বিভিন্ন লেকচারে বলেছেন। যেমন ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মাঝে সাদৃশ্য (Similarities between Islam and Hinduism)।

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব (Universal Brotherhood) ইত্যাদি। তার লেখা প্রধান ধর্ম সমূহে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা (Concept of God in major religions) বইটির ভূমিকাতেও তিনি আল্লাহকে ঐ সকল নামে ডাকা বৈধ বলেছেন। তিনি বলেন,

Among the various attributes given in Rig-Veda, one of the beautiful attributes for Almighty God is ‘Brahma’. ‘Brahma means ‘the Creator’. If you translate into Arabic it means ‘Khaliq’. Islam does not object to anyone calling Almighty God as ‘Khaliq’ or ‘Creator’ or ‘Brahma’. But if someone says that ‘Brahma’ i.e. Almighty God has got four heads and on each head is a crown and this Brahma has got four hands, Islam takes strong exception to it because such descriptions give an image to Almighty God.

রিগ বেদে যেসব নাম বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার একটি সুন্দর! নাম হলো ব্রহ্মা (নাউযুবিল্লাহ)। ব্রহ্মা অর্থ হলো সৃষ্টিকর্তা। যদি আপনি আরবীতে অনুবাদ করেন তবে এর অর্থ হবে খালিক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে খালিক বা স্রষ্টা বা ব্রহ্মা বলে ডাকতে ইসলাম কাউকে নিষেধ করেনা। তবে যদি কেউ বলে ব্রহ্মা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান স্রষ্টার চারটি মাথা রয়েছে। প্রতিটি মাথায় একটি করে মুকুট রয়েছে এবং এই ব্রহ্মার চারটি হাত রয়েছে তবে এবিষয়ে ইসলাম কঠোর প্রতিবাদ জানায়। কেননা এমন বর্ণনা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ছবি অংকিত করে।

তিনি বিষ্ণু সম্পর্কে বলেন,

Another beautiful attribute mentioned in the Rig-Veda Book 2, Hymn 1, Verse 3 is Vishnu. ‘Vishnu’ means ‘the Sustainer’. If you translate this word into Arabic it means ‘Rabb’. Islam has no objection if anyone calls

Almighty God as ‘Rabb’ or ‘Sustainer’ or ‘Vishnu’ but if someone says that Vishnu is Almighty God and this Vishnu has four arms, one of the right arms holds the ‘chakra’ i.e. a discus one of the left arms holds a ‘conch shell’ and Vishnu rides on a bird or reclines on a snake couch, then Islam takes strong exception to this, because such descriptions of Vishnu give an image to Almighty God.

অন্য একটি সুন্দর! নাম যা রিগবেদে অধ্যায় ২, শ্লোক ১, অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত রয়েছে তা হলো বিষ্ণু (নাউয়ুবিল্লাহ)। বিষ্ণু অর্থ হলো পালনকর্তা। যদি আপনি কথাটিকে আরবীতে অনুবাদ করেন তবে এর অর্থ হবে রব। যদি কেউ সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে রব বা পালনকর্তা বা বিষ্ণু বলে ডাকে তাতে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই। তবে যদি কেউ বলে বিষ্ণুই হলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আর তার চারটি হাত রয়েছে। ডান হাত সমূহের মধ্যে একটিতে একটি চাকতি ধরে আছে। বাম হাত সমূহের একটিতে শাখ রয়েছে তবে এর উপর ইসলামের তীব্র আপত্তি রয়েছে। কেননা বিষ্ণুর এমন বর্ণনা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার চিত্র অংকিত করে। [ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য (Similarities between Islam and Hinduism)]

হুবহু একই কথা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব (Universal Brotherhood) শিরোনামের আলোচনাতেও উল্লেখ করেছেন।

সেখানে অতিরিক্ত বলেন,

We Muslims have got no objection, if someone calls Almighty God as Khaliq or Creator, or Brahma.

আমরা মুসলিমরা কোনো আপত্তি করবো না যদি সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে খালিক, স্রষ্টা বা ব্রহ্মা নামে ডাকে।

We Muslims have got no objection, if someone calls Almighty God as Rabb or Sustainer or Cherisher or Vishnu.

আমরা মুসলিমরা কোনো আপত্তি করবো না যদি কেউ সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে রব বা পালনকর্তা বা সম্মানদাতা বা বিষ্ণু বলে ডাকে। প্রধান ধর্মসমূহে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা (Concept of god in major religions) বইটির ৭/৮ পৃষ্ঠাতে একই আলোচনা করেছেন।

এখানে তিনি শাদিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, এসব ক্ষেত্রেই শাদিক ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। এখানে প্রচলিত অর্থ ও অন্য ধর্মের শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় জড়িত আছে।

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে কেউ কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সামাজ্যস্য রাখে সে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

[আবু দাউদ/ শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন]

ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সামাজ্যস্য রাখা বলেতে তাদের প্রথা, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে বোঝায় যা তাদের প্রতিবেশী পরিণত হয়েছে। যেমন ধুতি, পৈতা, ক্রুশ ইত্যাদি। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি নামগুলো কেবল অর্থ ঠিক হয়ে গেলেই ব্যবহারের যোগ্য হয়ে যায় না। কারণ এগুলো হিন্দুদের সংস্কৃতির অংশ ও তাদের বিশ্বাসের প্রতীক। ধরুন, একজন মুসলিম ক্রুশ পরধান করলো। এখন যদি কোনো মুফতী ফতোয়া দিয়ে বলে, ক্রুশ যদি কাঠের তৈরী হয় তবে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি সোনার তৈরী হয় তবে তা হারাম হবে। কারণ পুরুষদের জন্য সোনার অলংকার ব্যবহার নিষেধ।

এই মুফতীকে গাধার সাথে তুলনা করা হবে। কানন, সে সোনা আর কাঠের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। ক্রুশ যে আসলে খ্রিষ্টানদের প্রতীক এবং ভিন্নধর্মের সংস্কৃতি তা মনে রাখেনি। ডাঃ জাকির নায়েকও একইরকম বোকামী করেছেন। শুধু চারটি মাথা বা দশটি হাত না থাকলেই ব্রহ্মা বা বিষ্ণু নামদুটি সুন্দর হয়ে যাবে না। এগুলো ব্যবহারেও করা যাবে না। অন্তত ইসলাম আমাদের এমনটি শেখায়না। রসুলুল্লাহ (সঃ) সবসময় ভিন্নধর্মের লোকদের সাথে পার্থক্য রেখে চলতে আদেশ করেছেন। তাদের সাথে মিল রেখে নয়।

তিনি বলেন,

جُزُوا الشُّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

গোফ ছোট করো আর দাড়ি লম্বা করো। এভাবে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।

[সহীহ মুসলিম]

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানার দাড়িতে মেহেদী লাগায় না। তাই তোমরা তাদের বিরোধিতা
করো। [ইবনে মাযা/সহীহ]

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعْلِهِمْ وَلَا خُفَّيْهِمْ

ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করো। তারা তো জুতা ও মোজা পরে নামায পড়ে না (অর্থাৎ
তোমরা জুতা ও মোজা পরে নামায পড়ো এবং এভাবে ইয়াহুদীদের সাথে অমিল
রাখো) [আবুদাউদ/শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন]

এভাবে প্রচুর হাদীস উল্লেখ করা যায় যেখানে রসুলুল্লাহ (সঃ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের
সাথে অমিল রাখতে আদেশ করছে। এসকল হাদীস পিছনে ফেলে কিছু লোক হিন্দু
ধর্মের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য (Similarities between Islam and
Hinduism) খৃষ্টান ধর্মের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য (Similarities between Islam
and Christianity) ইত্যাদি শিরোনামে লেকচার দিয়ে চলেছেন। শুধু এতদুর নয়,
এমনভাবে শাব্দিক চাতুর্যতা দেখাচ্ছেন যাতে সব ধর্মকে গুলিয়ে মিশিয়ে ফেলার সমূহ
সম্ভাবনা রয়েছে। একবার ভাবুন তো, যদি মুসলিমরা নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিয়ে
মসজিদে বসে ইয়া ব্রহ্মা, ইয়া বিষ্ণু এভাবে জিকির করতে শুরু করে তাহলে
তাওহীদের বাতি জ্বালানোর মতো কেউ আবশিষ্ট থাকবে?

আল্লাহ আমাদের এমন দুর্মতি হতে রক্ষা করুন।

আমীন.....

(৩) সরকারী আলেম

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى عالم السلطان

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি হলো সরকারী আলেম। [কানযুল
উম্মাল, জামউল জাওয়ামি]

হাদীসটিতে দুর্বলতা রয়েছে। তবে এর কাছাকাছি অর্থের একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত
আছে যা আমরা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করবো।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

سَتَكُونُ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

অদূর ভবিষ্যতে বহু সংখক নেতা হবে যাদের কিছু ভালো কাজ হবে আর কিছু কাজ খারাপ হবে। যে ব্যক্তি (ভালোকে ভালো ও খারাপকে খারাপ হিসেবে) চিনতে পারবে (তার আকীদা সঠিক থাকবে) সে মুক্তি পাবে। যে মুখে নিন্দা করবে সেও মুক্তি পাবে কিন্তু যে সন্তুষ্ট হবে ও মেনে নেবে (সে ধ্বংস হবে)। [সহীহ মুসলিম]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

ومن أتى أبواب السلطان افتتن

যে কেউ বাদশার দরবারে যাওয়া-আসা করে সে ফিতনায় পড়ে যায়।

[তিরমিযী, মিশকাত ইত্যাদি শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন]

ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশা বা মন্ত্রী-আমলাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে কিভাবে ফিতনায় পড়তে হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অন্য একটি হাদীসে।

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكنبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض

আমার পরে কিছু নেতা হবে। যে কেউ তাদের মিথ্যাসমূহকে সত্যায়ন করবে এবং তাদের জুলুমের ব্যাপারে সহযোগীতা করবে সে আমার কেউ নয়। আমিও তার কেউ নই। আর হাউজে কাউছারে সে আমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না।

[নাসায়ী, শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন]

[আজ-জাহবী, শুয়াইব আল আরনাউত এবং অন্যান্যরা এই হাদীসের কাছাকাছি অর্থের কিছু হাদীসকে সহীহ বলেছেন]

[সহীহ মুসলিমের হাদীস যেখানে বলা হয়েছে, যে শাসকদের খারাপ কাজগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট প্রকাশ করবে ও মেনে নেবে সে ধ্বংস হবে। আর এই হাদীসটিতে বলা হচ্ছে যারা শাসকদের মিথ্যাকে সত্য বলবে এবং অন্যায় কাজে তাদের সহযোগীতা করবে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।]

এই শ্রেনীর আলেমদের হাদিসের পরিভাষায় বলা হয় আলিমুস-সুলতান (عالم السلطان) বা সরকারী আলেম। যারা শাসকশ্রেনীর মর্জিমতো ফতওয়া দেন বা তাদের সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রেখে দ্বীন প্রচার করেন তাদের মানুষ যতই হিকমতশালী দাঈ মনে করুক আসলে তার সরকারী আলেম এবং সৃষ্টির মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট। এদের দেখবেন তাবীজ, মুনাযান, মিলাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শিরক তথা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন-কানুন দ্বারা বিচার ফয়সালা করার মতো জঘন্য অপরাধ হতে সর্বদা মুখ ফিরিয়ে রাখেন। ইমাম আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রঃ) কতো সুন্দর বলেছেন!

نعم انا اعرف ان هنالك أناس من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يبيعون دينهم بثمن و في غير السعودية وكنت أواجههم في وجوههم هناك وكنت أقول بخس في السعودية وشرك القبور، لماذا لا تتكلمون عن شرك لهم نحن نتكلم دائما عن شرك الأموات السيد البدوي مسكين لو الأحياء، يا ترى ألا يوجد غير السيد البدوي، قبر السيد البدوي عنده شرطة بقدر حافظ الأسد هل يجرو أحد منكم أن يتكلم عليه؟ أما حافظ الأسد شرطة وجيش يذبح الإسلام والمسلمين في بلاده ما سمعنا كلمة واحدة عنه، شرك الأحياء تركوه، تعبيد الناس للطواغيت في الأرض ما نسمع كلمة الأموات، أما شرك واحدة عنه

আমি জানি সউদী বা সউদীর বাইরে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। আমি সেখাতে তাদের সাথে সরাসরা সাক্ষাত করতাম। আমি তাদের বলতাম, আমরা তো সবসময় কেবলই মৃতদের শিরক সম্পর্কে কথা বলি, কবরের শিরক সম্পর্কে কথা বলি..... তোমরা কেনো জীবিতদের শিরক সম্পর্কে কথা বলো না? ওহে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাক্তিরা! সায়েদ বাদাবী (একজন মৃত পীর) আর তার কবর ছাড়া কি (ইসলামের শত্রু) আর কেউ নেই? বেচারা সায়েদ বাদাবী! যদি তার নিকট হাফিজ আসাদের (সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট) মতো সেনাবাহিনী থাকতো তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেতো? আর হাফিজ আসাদ তার নিকট পুলিশ রয়েছে, সেনাবাহিনী রয়েছে। সে তার দেশে ইসলাম ও মুসলিমদে উপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। এর প্রতিবাদে আমরা একটি শব্দও শুনছি না। কেবল মৃতদের শিরক (সম্পর্কে কথা বলে) আর জীবিতদের শিরক এড়িয়ে চলে। মানুষকে তাগুতের গোলাম বানানো হচ্ছে, আমরা এর প্রতিবাদে একটি শব্দও শুনতে পাই না। [ফি জিলালিস সু-রাতি আত তাওবা]

কিছু দাঈ আছেন যারা সুবিধা মতো দ্বীন প্রচার করেন। আর মনে করেন কৌশল করছি। সরকারের মাথাব্যথা হয় এমন কথা পরিহার করে নিরপদে দ্বীন প্রচার করে

চলেন। কখনও উপর মহল থেকে ডাক আসলে সানন্দে হাজিরা দিয়ে আসেন। আর বারবার সরকারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এরাই হলো সরকারী আলেম। আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

এখন আমরা দেখবো রাষ্ট্রিয় আইন কানুনের ব্যাপারে ডাঃ জাকির নায়েকের অবস্থান কি? যাতে বোঝা যায় তিনি কোন ধরনের আলেম।

ডাঃ জাকির নায়েক সম্প্রতি (গত ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১১) বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিয়নে যে আলোচনা রেখেছেন তার প্রশ্ন উত্তর পরে একজন প্রশ্ন করে,

D. Zakir naik, in your opinion in Islamophobia a real phenomena? And if so, how do you suggest it can be tackled?.....

ডাঃ জাকির নায়েক আপনার মতে বর্তমানে মানুষ কি সত্যি সত্যিই ইসলামকে অকারনে ভয় পাচ্ছে? যদি তাই হয় তবে এই ভয় দূর করার উপায় কি?.....

ডাঃ জাকির নায়েক বলেন,

Brother asked a very good question that if the islamophobia is a real phenomena how should it be tackled? Is it the responsibility the Muslim community do it? Yes. There is Islamophobia specially in 21 st century. And as I mentioned in my speech I believe, one of the major reason for the Islamophobia is the media and I said in my speech that the media spreads several misconception about this religion of Islam. I do agree, It is the duty of Us Muslims that you should spread the true teaching of Islam.

ভাই একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, যদি সত্যি সত্যিই বর্তমান সময়ের মানুষ ইসলামের প্রতি অকারনে ভীত হয়ে থাকে তবে তা দূর করার উপায় কি? মুসলিমরাই কি এই দায়িত্ব পালন করবে? হ্যাঁ। আসলেই মানুষ ইসলামের প্রতি অকারনে ভীত। বিশেষকরে ২১ শতাব্দিতে। আর যেমনটি আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, ইসলামের প্রতি এই ধরনের ভীতি ছড়ানোর পিছনে মূলত দায়ী হলো মিডিয়া। আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, মিডিয়া ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়াচ্ছে। আমি একমত যে আমাদের মতো মুসলিমদের উপরই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করার দায়ীত্ব।

এরপর সেই প্রকৃত শিক্ষা কি সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দেন। যারা বিভিন্ন স্থানে বোমা মেরে নিরীহ লোকদের হত্যা করে ঐ সকল লোকদের মুসলিম সমাজের কুলাঙ্গার (Black sheep), পথভ্রষ্ট (misguided) ইত্যাদি কঠিন ভাষা ব্যবহার করে গালিগালাজ করেন।

এও বলেন যে,

They have been brain washed.

তাদের মগজ ধোলায় করা হয়েছে।

শেষে বলেন,

It is the duty as the mainstream Muslims to try and convey the right message of Islam and prevent such Muslims from being misguided. That's point number one.

সত্যপন্থী মুসলিম হিসাবে আমাদের উচিত ইসলামের সঠিক আহবান প্রচার করা এবং এই ধরনের মুসলিমদের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। এটা হলো প্রথম বিষয়।

এরপর তিনি সঠিক ইসলাম কি সেটা বলতে শুরু করেন,

Point number two, it is our duty to tell the government of the country we are living that is a peaceful religion and what I believe that Muslims should be part of the solution they should not be part of the problem. The government should not think that Muslims are of the problem they should think that Muslims are part of the solution.

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এটা আমাদের দায়িত্ব যে, আমরা যে দেশে বাস করছি সেই সরকারকে বলব ইসলাম একটি শান্তিকামী ধর্ম এবং আমি যেটা মনে করি মুসলিমদের সমাধান হওয়া উচিত, তাদের সমস্যা হওয়া উচিত নয়। সরকার যেন মুসলিমদের সমস্যা মনে না করে বরং তারা যেন মুসলিমদের সমাধান মনে করে।

একবার চিন্তা করে দেখুন, এই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা! একজন মুসলিম কাফির-মুর্তাদ শাসকের কোনোরূপ সমস্যা সৃষ্টি করবে না বরং তারা আনুগত্যের এমন দৃষ্টান্ত দেখাবে যাতে সরকার তাদের উপর আস্থা রাখতে পারে এবং তাদের সমাধান মনে করে, সমস্যা নয়। ইসলামের এই শিক্ষা আজবই বটে।

এই প্রশ্নটির পরবর্তী একটি প্রশ্নে ডাঃ জাকির নায়েক আবার এই প্রসঙ্গ তুলে বলেন,

..... as I say in my early answer, the government should not think that Muslims are part of the problem, the government should think that Muslims are part of the solution. Because a Muslim..... There are many Muslims who are British citizen and it is a duty of every Muslim to follow all the laws of the country staying in as long as the law does not force him to do something which is prohibited in the religion or prevent him from doing something which is compulsory in the religion. As far as India is concerned I do not know any rule or any law in the constitution which forces the Muslims in India to do something which is prohibited neither that it prevents me from doing something which is compulsory. So I I am a practicing Muslim and I am proud to be an Indian. So I am proud to be an Indian Muslim. Similarly there are many Britishers who – I feel – may be feeling the same. They may be Muslims and they may be following the laws of the country. So they are British Muslims. So I feel that the government should take confidence.

যেমনটি আমি পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে বলেছি, সরকার যেন মুসলিমদের সমস্যা মনে না করে। বরং সরকারের উচিত মুসলিমদের সমাধান মনে করা। কারণ, এখানে অনেক মুসলিম আছে যারা ব্রিটিশ নাগরিক। আর প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো, সে যে দেশে বাস করছে সেই দেশের আইন মেনে চলা যদি উক্ত দেশের আইন তাকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য না করে যেটা ধর্ম তাকে নিষেধ করে বা এমন কোনো কাজ করতে নিষেধ করে যেটা ধর্ম অবশ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে। যদি ইন্ডিয়ার কথা ধরা হয় তবে আমি সংবিধানের এমন কোনো বিধানের কথা জানি না যেটি ইন্ডিয়ান মুসলিমদের এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করে যা হারাম। অপরদিকে এটা আমাকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য দেয় না যা ফরয। একারণে আমি একজন আমলদার মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে ইন্ডিয়ান হতে পেরে গর্বিত। অতএব আমি একজন গর্বিত ইন্ডিয়ান মুসলিম। একইভাবে এখানে অনেক ব্রিটিশ নাগরিক রয়েছে যারা আমার মনে হয় আমি যেমনটি বললাম তেমনটিই চিন্তা করেন। তারা হতে পারে একই সাথে মুসলিম এবং ব্রিটিশ আইনের আনুগত্যকারী (নাউবুবিল্লাহ)। অতএব তার ব্রিটিশ মুসলিম। আমি মনে করি সরকারের উচিত (মুসলিমদের উপর) বিশ্বাস স্থাপন করা।

এই লম্বা বক্তব্যের কিছু কথার উপর সামান্য চিন্তাভাবনা করুন,

It is a duty of every muslim to follow all the laws of the country staying in as long as the law does not force him to do something which is prohibited in the religion or prevent him from doing something which is compulsory.

প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো সে যে দেশে বাস করছে সেই দেশের আইন মেনে চলা যদি উক্ত দেশের আইন তাকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য না করে যেটা ধর্ম তাকে নিষেধ করে বা এমন কোনো কাজ করতে নিষেধ করে যেটা ধর্ম অবশ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে।

এই কথাটিতে তিনি বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে না গেলে ব্রিটেনের মুসলিমরা বা ইন্ডিয়ার মুসলিমরা তাদের রাষ্ট্রীয় আইনকানুন মেনে চলতে বাধ্য।

অনেকের মনে হবে এই কথার মধ্যে খারাপ কি আছে? ইসলামের বিরুদ্ধে না গেলে কোনো রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে সমস্যা কোথায়?

এখানে দুটি সমস্যা আছে।

[ক] প্রথম কথা হলো, ডাঃ জাকির নায়েক ইসলামের বিরুদ্ধে যাওয়া বলতে কি বুঝিয়েছেন? তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

As far as the India is concerned I do not know any rule or any law in the constitution which forces the muslims in India to do something which is prohibited neither that it prevent me from doing something which is compulsory.

যদি ইন্ডিয়ার কথা ধরা হয় তবে আমি সংবিধানের এমন কোনো বিধানের কথা জানি না যেটা ইন্ডিয়ান মুসলিমদের এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করে যা হারাম। অপরদিকে এটা আমাকে এমন কোনো কাজ করত বাধা দেয় না যা ফরয।

তিনি আরো বলেন,

Similarity there are many britisher who – I feel – may be feeling the same. They may be muslims and they may be following the law of the country.

একইভাবে এখানে অনেক বৃটিশ নাগরিক রয়েছে যারা আমার মনে হয় আমি যেমনটি বললাম তেমনটিই চিন্তা করেন। তারা হতে পারেন একই সাথে মুসলিম এবং বৃটিশ আইনের আনুগত্যকারী (নাউয়ু বিল্লাহ)।

ইসলামের বিরুদ্ধে যাওয়া বলতে ডাঃ জাকির নায়েক যা বোঝেন সে অনুযায়ী ইন্ডিয়া বা বৃটেনের কোনো আইন ইসলামের কোনো আইনের বিরুদ্ধে যায় না। সত্যিই আশ্চর্য। এক কথায় পাগলেন প্রলাপ। আমরা সকলেই জানি এমনকি মুসলিম দেশগুলোও বর্তমানে ইসলামের বিধান মেনে চলছে না। এমন কোনো মুসলিম দেশ নেই যেখানে সম্পূর্ণভাবে ইসলামী বিধানের আনুগত্য করা হয়। পূর্বে একটি লেকচারে ডাঃ জাকির নায়েক নিজেও এটা স্বীকার করেছেন।

ইসলাম কি মানবতার সমাধান? (Is Islam the solution for humanity?)
শিরোনামের বক্তব্যে একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,

All the so called muslim countries do not follow Islamic law. I will tell you. You can count a finger piece. There also same Some people follow this law some country follow other law. I do not know any country in the world which is hundred percent Islamic. I don't know any.....

তথাকথিত সকল মুসলিম দেশগুলো ইসলামী আইন মেনে চলে না। আমি আপনাকে বলছি, আপনি হাতের আঙ্গুল দ্বারা একটিও গুনে দেখাতে পারেন। কেউ হয়তো এই বিধানটি মানে অন্য কিছু দেশ অন্য কোনো বিধান মানে। ... আমি এমন কোনো দেশের কথা জানিনা যেটা ১০০ পারসেন্ট ইসলামী। কোনো দেশ নয়.....

এটাই হলো সত্য কথা। গাধাও এটা বোঝে। এর পরও কিভাবে বলা যায় যে, ইন্ডিয়া বা বৃটেনের একটি আইনও ইসলামের বিরুদ্ধে নয়!!! ইসলামে যা ফরয করে ইন্ডিয়ার আইন তার একটিকেও নিষিদ্ধ করেনা বা ইসলাম যা হারাম বলে ইন্ডিয়ার আইন তার একটিও আইন সিদ্ধ করে না!!! আল্লাহ কি চোরের হাত কাটা বিধান ফরয করেননি? জিনাকারীকে রজম করা ফরয করেননি? রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম হতে হবে এটা কি ইসলামের বিধান নয়? এরকম হাজার হাজার বিধান কি শাসক শ্রেণীর দ্বারা পরিবর্তীত ও পরিত্যক্ত হচ্ছেনা?

এর পরও যদি কেউ বলে ইসলামের বিরুদ্ধে গেলে কারো আইন মানা যাবে না তবে ইন্ডিয়া বা ব্রিটেনের কোনো আইন ইসলামের বিরুদ্ধে নয় তবে তার কথার কি মূল্য আছে? শয়তান বলে,

اني أخاف الله

আমি তো আল্লাহকে ভয় করি। [সূরা আনফাল/৪৮, সূরা হাশর/১৬]

শুধু ভয় করি একথা বললেই শয়তান মুত্তাকী হয়ে যাবে না। বরং দেখতে হবে তার ভয় করা বলতে সে আসলে কি বোঝে। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে গেলে কারো আইন মানা যাবে না একথা বললেই যথেষ্ট হবে না। বরং আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটাও দেখতে হবে। যদি ইন্ডিয়ার কোনো আইন আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে না হয় তবে ফিরআউনের আইন কি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে ছিলো? এই ধরনের নির্বোধি কি দুটো পাওয়া যাবে?

[খ] এখানে আর একটি বিষয় রয়েছে,

একজন কাকির সরকারের আইন যদি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে নাও হয় তবু কি তারা আনুগত্য করা বৈধ হয়? এবিষয়ে ইসলামের রায় কি?

উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন,

بإيعاننا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

আমরা রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিকট বায়াত হয়েছিলাম যে, আমরা শাসকের কথা শুনবো ও মানবো (শাসকের আনুগত্য করবো)..... আর ক্ষমতার ব্যাপারে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখা যায় যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ রয়েছে। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ শাসকের আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ সে কুফরী না করে কিন্তু যখন শাসক স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হবে তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে।

ইমাম নাব্বী (রঃ) বলেন,

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تتعد لكاfer وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل

কাজী ইয়াদ (রঃ) বলেন, আলেমগন ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফির নেতৃত্ব পাবে না। আর যদি নেতা পরে কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। [শারহে মুসলিম]

মোট কথা কোনো মুসলিম শাসক যদি জুলুম করে বা কিছু পাপ করে তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে ভিন্নমত রয়েছে। কিন্তু যদি কোনো শাসক কাফির হয় বা মুসলিম হওয়ার পর কাফির হয়ে যায় তবে তার আনুগত্য করা যাবে না এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বরং সকল আলেমদের ইজমা যে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।

এই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু সরকারী আলেমরা এই প্রকৃত শিক্ষাকে বিকৃত করে প্রভুদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

(৪) মতের পরিবর্তন নাকি সত্য গোপন

আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِنَّا أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা সত্যের বাহক যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যেভাবে আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারেন। [সূরা নিসা/১০৫]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكن بهما : كتاب الله وسنة رسوله

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা আকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তার রসুলের সুন্নাহ। [মিশকাত, মুয়াত্তা মালিক ইত্যাদি]

এ কথাগুলো কারো অজানা নয়। তবে এই সহজ কথাটি কাজে পরিনত করতে আমরা বারবার ব্যর্থ হই। কোরআন ও হাদীসে কোনো বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস বাসা বেধে রয়েছে। এর পিছনে মূলত জনপ্রিয় ও সর্বজন মান্য কিছু উচু স্তরের আলেমের প্রত্যক্ষ ও

স্বয়ংক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। সমাজে প্রচলিত ভুল চিন্তাভাবনার প্রতিবাদ করলে জনপ্রিয়তা কমে যাবে এই ভয়ে কিছু আলেম প্রচলিত সামাজিকতাকে মেনে নিয়ে ফতওয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর তখনি ঘটে বিপত্তি। ইসলামের নামে এমন কিছু কথা প্রচার করতে শুরু করেন যা মূলত পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। মানবতা, শান্তি, সমতা, সহমর্মিতা এভাবে প্রতিটি শোভিত স্লোগানের আড়ালে ইসলামের কোনো না কোনো বিধানকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয় বা বাতিল ঘোষণা করা হয়। এই সব স্লোগানের মধ্যে একটি হলো বাক স্বাধীনতা।

আমি আমার বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা যখন যেখানে খুশি প্রকাশ করবো এটাকেই বলা হয় বাক স্বাধীনতা। যুগ যুগ ধরে মুসলিমদের এই বাক স্বাধীনতা শেখানো হচ্ছে। মুসলিমদের যেমন অধিকার আছে নিজের ধর্ম মেনে চলা, প্রচার করা একইভাবে অমুসলিমদেরও তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে মেনে চলা ও প্রচার করার অধিকার রয়েছে। কোনো ধর্মের লোকদের নিজ ধর্ম পালন করতে বাধা দেওয়া বা স্বাধীনভাবে প্রচার করতে না দেওয়া চরম অন্যায়! কিন্তু প্রশ্ন হলো,

কাদের চোঁখে অন্যায়?

সমাজের চোখে নাকি আল্লাহর চোখে?

আমরা প্রথমে বিষয়টির ইসলামী বিধান বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ ﷻ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া করা আদায় করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

যতক্ষণ না তারা সহস্তু, অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া আদায় করে। [সূরা তাওবা/২৯]

আয়াতে উল্লেখিত অপমানিত অবস্থা এর ব্যাখ্যায় ইবনে কাছির বলেন,

وَهُمْ صَاغِرُونَ أَي: ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ. فلهذا لا يجوز إغزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ

অপমানিত অবস্থা অর্থ হলো, তারা নিচ, হীন ও তুচ্ছভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করবে। একারণে জিম্মী কাফিরদের (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা) সম্মান করা বা তাদের মুসলিমদের উপরে স্থান দেওয়া বৈধ নয়। বরং তারা নিচ, অপমানিত ও হতভাগা যেমন সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসের এসেছে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের আগে সালাম দিয়ো না আর যখন তাদের সাথে রাস্তায় সাক্ষাত হয় তখন তাদের একপাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করো। আর এ কারণে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه কাফিরদের অপমানিত ও লাঞ্চিত করার জন্য ঐ সব শর্ত করেছিলেন যা সর্বজন বিদিত। হাদিসের হাফিজ ও ইমামরা তা বর্ণনা করছেন। [তাফসীরে ইবনে কাছির]

এর পর তিনি সেই চুক্তির বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেন। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তাতে আছে কাফিররা চুক্তিতে উল্লেখ করেছিলো,

ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحداً

(আমরা এই শর্তে সম্মত হচ্ছি যে) প্রকাশ্যে শিরক করবো না। কাউকে শিরকের দিকে ডাকবো না। [তাফসীরে ইবনে কাছির]

ইবনে খলদুনের বর্ণনায় (لا نظهر شركا) আমরা প্রকাশ্যে শিরক করবো না এই স্থানে (لا نظهر شرعنا) আমরা প্রকাশ্যে আমাদের ধর্ম পালন করবো না এভাবে উল্লেখ আছে।

হাফিজ ইবনে কায়ুম আহকামু আহলিল জিম্মা নামক গল্পে কথাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন, (ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه احدا) অর্থাৎ (কাফিররা বলেছিলো) আমরা আমাদের ধর্মে কাউকে উৎসাহিত করবো না। আমাদের ধর্মের দিকে কাউকে ডাকবো না।

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

بَلْ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةُ وَسَائِرُ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُظْهِرُوا
أَعْيَادَهُمْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَهَا سِرًّا فِي مَسَاكِينِهِمْ

আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম ও মুসলিমদের সকল ইমামরা অমুসলিম জিম্মিদের উপর এই শর্ত করতের যে, তারা তাদের ধর্মীয় উৎসব সমুহ প্রকাশ্যে পালন করতে পারবে না। বরং বাড়িতে গোপনে পালন করবে।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এক কথায় ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে না। অনেকের নিকট কথাটি অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু এটাই সত্য এবং যুক্তির দাবীতে প্রতিষ্ঠিত।

ডাঃ জাকির নায়েক নিজে এবিষয়ে যে উত্তর দিয়েছেন তা এক বাক্যে অসাধারণ।

গিল রায় নামে একজন হিন্দু কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মের প্রচার নিষিদ্ধ কেনো এবিষয়ে প্রশ্ন করলে জাকির নায়েক বলেন,

The only country – I know very well – which does not allow propagation. It is Saudi Arabia. And the reason is that suppose brother, you want to start a school. If you want to start to a school you are taking interview of a math teacher. So when you take the interview of the math teacher you ask the question two plus two equals to how much? So one math teacher said two plus two equals to three, the second math teacher said two plus two equals to four, the third math teacher said two plus two equals to five. Then many people said what's the problem! Let them preach any religion who want to accept them then accept. I will ask you a question, will you allow a math teacher in your school to teach two plus two equals to three? Will you select the math teacher who said two plus two equals five? You say, no. I know math, I am definite about it. In math two plus two equals to four and nothing else. So as far as religion is concerned Saudi Arabia is very confirm. It agrees with the verse of the Quran, in surah Imran chapter 3 verse no. 19,

ان الدين عند الله الإسلام

The only religion, acceptable in the site of Almighty God the peace accrued by submitting your will to Almighty God. They will not allow anyone else to preaching anything wrong.

একটিমাত্র দেশ – আমি ভালোভাবেই জানি- ভিন্ন ধর্মের প্রচার করতে নিষেধ করে। সেটা হলো সৌদি আরব। আর এর কারণ হলো..... ভাই, মনে করুন আপনি একটি স্কুল খুলতে চাচ্ছেন। এখন আপনি একজন অংকের শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। যখন আপনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তখন প্রশ্ন করলেন, দুই যোগ দুই সমান কতো? একজন অংকের শিক্ষক বলল, দুই যোগ দুই সমান তিন। দ্বিতীয়জন বললো,

দুই যোগ দুই সমান চার। তৃতীয়জন বললো, দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। এখন কিছু লোক বললো সমস্যা কি? তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস প্রচার করতে দিন। যে তাদের মানতে চায় মানবে। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি কি ঐ শিক্ষককে আপনার স্কুলে নিয়োগ দিবেন যে বললো দুই যোগ দুই সমান তিন? আপনি কি ঐ শিক্ষককে বাছায় করবেন যে বললো দুই যোগ দুই সমান পাঁচ? আপনি বলবেন না। আমি তো অংক বুঝি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। অংকে দুই যোগ দুই সমান চার। এছাড়া অন্য কিছু নয়।

অতএব যদি আমরা ধর্মের কথা বলি তবে সৌদি আরব এ বিষয়ে নিশ্চিত। তারা আল্লাহর এই আয়াতের সাথে একমত। এটা রয়েছে সূরা আলে ইমরানে। সূরা নং ৩ আয়াত নং ১৯,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।

তারা অন্য কাউকে ভুল কিছু প্রচার করতে দেবে না।

[Is Islam the solution for humanity?]

[ইসলাম কি মানবতার সমাধান]

যে কেউ চিন্তা করলে ডাঃ জাকির নায়েকের এই উত্তরটির সত্যতা ও যৌতিকতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু সত্য বলার চেয়ে সত্যের উপর টিকে থাকা বেশি কষ্টকর। আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ এবং দৃঢ়ভাবে টিকে থাকে তাদের উপর ফেরেশতা নাযিল হয়।

[সূরা হামীম আস-সাজদাহ/৩০]

পরিতাপের বিষয় হলো গত ১১/০২/২০১১ ইং তারিখে ব্রিটেনের Oxford union এ ডাঃ জাকির নায়েক যে বক্তব্য দিয়েছেন তার প্রশ্নভোর পর্বে একজন প্রশ্নকর্তা একই প্রশ্ন করে। সেখানে ডাঃ জাকির নায়েক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ডাঃ জাকির নায়েক প্রশ্নটির উত্তরে বলেন,

Brother asked the question that the same right of freedom of speech does not hear the right to proclaim the Christian Bible in any Muslim country? Brother, as we know today all the Muslim countries do not follow Quran and the Hadith in the true sense. There are many Muslim counties some may be close to Islam, some may not be close to Islam. Depending upon each country they may have their own law. So what you have to do you have to ask the particular country which does not permit you to preach your gospel what is the reason that they don't want to preach your gospel.

ভাই একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। কথা বলার স্বাধীনতার যে দাবী করা হচ্ছে সেই একই দাবী কি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে খৃষ্টানদের বাইবেল প্রচার করার ক্ষেত্রও প্রযোজ্য নয়? ভাই, বর্তমানে যেসব মুসলিম দেশ আছে হতে পারে তার মধ্যে কিছু দেশ ইসলামের অধীকতর নিকটবর্তী বা অন্য কিছু দেশ ইসলামের নিকটবর্তী নয়। কিন্তু কোনো দেশই প্রকৃত অর্থে কোরআন এবং হাদীস মেনে চলে না। প্রতিটি দেশের ব্যাপারে একথা বলা যায় যে তাদের নিজস্ব কিছু আইন থাকতে পারে। অতএব আপনার যা করা উচিত তা হলো, যে দেশ আপনাকে আপনার গসপেল (বাইবেল) প্রচার করতে বাঁধা দেয় আপনার উচিত তাদের প্রশ্ন করা যে এর কারণ কি, তারা কেনো আপনাকে আপনার গসপেল প্রচার করতে দিতে চাই না।

[Islam and 21st century]

[ইসলাম এবং একবিংশ শতাব্দী]

এই উত্তরে প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে জাকির নায়েকের পূর্বের ও পরের বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আসলে প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই উত্তরটি দেওয়া হয়েছিলো। যাই হোক জাকির নায়েকে কিছু কিছু ভক্ত অবশ্য বলেছেন, ডাঃ জাকির নায়েক প্রশ্নকর্তাকে বোকা বানিয়েছেন। এটা সত্য যে তিনি চাতুর্যতার সাথে সত্য কথাটি এড়িয়ে গেছেন এবং এমনভাবে উত্তর দিয়েছেন যে, প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে প্রশ্নকর্তার কেনো বোকামী প্রকাশ পায়নি। বরং প্রশ্নকর্তা এই দিক থেকে সফল যে, ডাঃ জাকির নায়েকের সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হতে বিরত রাখতে পেরেছে। শয়তানের সফলতা হলো জটিল কুটিল প্রশ্নের মাধ্যমে আলেমদের মুখ হতে ভুল ফতওয়া বের করে নেওয়া। এতে বজ্রাই বোকা প্রমানীত হন। শ্রোতা বা প্রশ্নকর্তা নয়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ

যে কেউ তার ভাইকে কোনো পরামর্শ দেয় অথচ সে জানে ওটা সঠিক নয়। তবে সে তাকে ধোকা দিলো।

[আবু দাউদ/শায়েখ আলবানী হাসান বলেছেন]

একটি মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে বা কৌশলে সত্য গোপন করে কাউকে ধোকা দিয়ে বোকা বানানোটা কোনো সত্যপন্থী আলেমের বৈশিষ্ট্য নয়। এভাবে দ্বীন প্রচার করলে দ্বীন প্রচার বলে গন্য হবে না। বরং জ্ঞান গোপন করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। দাঈর কাজ হলো দৃঢ়ভাবে সত্যকে উপস্থাপন করা। কৌশলে সত্য গোপন করে শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করা নয়।

এখন যদি কেউ বলতে চান জাকির নায়েক আসলে কৌশলের কারণে এমন করেছেন তবে আমি বলবো, তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম তিনি কৌশলের কারণে স্পষ্টভাবে সত্যকে তুলে ধরেননি। হতে পারে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তিনি আখিরাতে শাস্তি পাবেন কিনা সেটা আমরা আলোচনার বিষয় নয়। সেটা নিশ্চিতও নয়। কিন্তু দুটি কথা নিশ্চিত,

[ক] ইসলামের সঠিক দৃষ্টিকোণ হতে ডাঃ জাকির নায়েকের প্রথম ফতওয়াটিই সঠিক। সত্যকে সর্বদা সত্যায়ন করতে হবে কেউ পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক।

[খ] ডাঃ জাকির নায়েক হাল তুলে পাল তুলতে অভ্যস্ত। যখন যেভাবে কথা বললে মাঠ রক্ষা হয় সেভাবে কথা বলার কারণে এক এক সময় একেক রকম ফতওয়া দিয়ে থাকেন।

যেসব আলেমরা প্রতিকূলতার মুকাবিলায় জীবন হাতে নিয়ে নির্ভিকভাবে সত্যপ্রচার করেন মুসলিমদের উচিত কেবল তাদের ফতওয়া মান্য করা। সুবিধাবাদী আলেমদের রায় মেনে চললে জাহান্নামী হওয়ার ভয় রয়েছে। বিধায় তা পরিত্যাগ করে চলতে হবে। কেননা তারা কখন কৌশলের কারণে কি ধরনের ফতওয়া বাজার জাত করবেন তা বুঝা মুশকিল। ফলে তাদের তালে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে বেহাল দশার সম্মুখীন হতে হবে এটাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يُبْلَغُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

যারা আমার দ্বীন প্রচার করে এবং আমাকেই ভয় করে আমি ছাড়া কাউকে ভয় করে না। [সূরা আহযাব/৩৯]

(৫) সত্যিই অবাক হলাম!!!

আবু ছাওর নামে একজন আলেম মাজুসী মেয়েদের বিবাহ করা বৈধ হওয়ার ফতওয়া দিলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল رحمہ বলেন,

أبو ثور كاسمه

আবু ছাওরের নামের সাথে কাজের মিল রয়েছে। [তাফসীরে ইবনে কাছির]

আবু ছাওর অর্থ গরুর পিতা। একটি মাসয়ালাতে ভুল করার কারণে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল অন্য একজন আলেমকে গরুর সাথে তুলনা করেছেন।

পূর্বে দেখা যেত কোনো আলেম ভুল ফতওয়া দিলে চারিদিক হতে সেটার নিন্দা করা হতো। ফলে উক্ত আলেম হয়তো তার ফতওয়া পরিবর্তন করতো অথবা মানুষের নিকট অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হতো। কিন্তু বর্তমান যুগ মুখতার যুগ। ইসলাম সম্পর্কে মানুষ যা খুশি বলে বেড়াচ্ছে। তাতে না কেউ প্রতিবাদ করছে আর না সাধারণ লোক হক-বাতিল চিনতে পারছে।

যে সকল আলেমরা ভুল ফতওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করে তারা ইসলামের যতোটুকু ক্ষতি করে তা কোনো কাফিরও করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলেন,

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দের অর্থকে তার সঠিক স্থান হতে বিচ্যুত করে। [সূরা নিসা/৪৬]

এক কথায় আল্লাহর কিতাবের বিকৃত অর্থ বর্ণনা করে। এটা আল্লাহর নিকট খুবই ঘৃণিত এবং মহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কে ডাঃ জাকির নায়েকের মন্তব্য পূর্বেও জানা ছিলো। তিনি বলেন, মুরতাদকে হত্যা করতে হবে এটাই একমাত্র ও অপরিবর্তনশীল বিধান নয়। বরং চারটি অপশন রয়েছে।

- (১) হত্যা করা,
- (২) শূলে চড়ানো,
- (৩) হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কেটে দেওয়া,
- (৪) দেশ হতে বহিস্কার করা।

তার মতের স্বপক্ষে তিনি সূরা মায়েদার এই আয়াত পেশ করে থাকেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাদের শাস্তি এই যে তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ হতে বহিস্কার করা হবে। দুনিয়াতে এটা তাদের প্রতিদান। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। [সূরা মায়েদা/৩৩]

আলেমরা বলেছেন, এই আয়াত মুরতাদ সম্পর্কে নয়। (ইবনে আরাবীর আহকামুল কুরআন) আয়াতটি যে মুরতাদ সম্পর্কে নয় এটির সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ এই আয়াতটির পরবর্তী আয়াত। অর্থাৎ ৩৪ নং আয়াতটি। আল্লাহ বলেন,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ

তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না তোমাদের হাতে পাকড়াও হওয়ার আগেই যারা তওবা করে। [মায়েদা/৩৪]

উপরের আয়াতটি যদি মুরতাদ সম্পর্কে হয় তাহলে প্রমানীত হবে পাকড়াও করার পর যদি কোনো মুরতাদ মুসলিম হতে চায় তবু তাকে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু এ কথা সঠিক নয়। বরং মুরতাদ তাওবা করলে তার তাওবা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। মুসলিমরা তাকে পাকড়াও করার পর তাওবা করুক বা আগে করুক।

সূরা মায়েদার উক্ত আয়াতটি ডাকাত ও বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যাদের ফিকহী পরিভাষায় মুহারিবি (محارب) বলা হয়। এই আয়াতেও ইউহারিবুনা (يُحَارِبُونَ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের কোথাও মুরতাদ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। যে সকল মুসলিম বা কাফিররা মুসলিমদের ভুখন্ডে হত্যা, রাজাজানী ইত্যাদির মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের জন্য এই চারটি অপশন। যদি তারা মুসলিমদের হাতে ধরা

পড়ার আগে তাওবা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ধরা পড়ার পর তওবা করলে সে কারনে আখিরাতে ক্ষমা পাবে কিন্তু দুনিয়াতে এই আয়াতের শাস্তি হতে বাঁচতে পারবে না। আয়াতে তাদের বিধানই বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা এই আয়াত যদি মুরতাদ সম্পর্কে হয় তাহলে মুসলিমরা মুরতাদকে বন্দি করার পর যদি সে তওবা করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এমন প্রমানিত হয়। এদিকে খেয়াল রাখলেই আয়াতটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

মুরতাদের শাস্তির ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো। [সহীহ বুখারী]

ইবনে কুদামা رحمه الله বলেন,

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ وَجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, মুরতাদের হত্যা করা ওয়াজিব। [আল মুগনী]

সুতরাং মুরতাদের ক্ষেত্রে অন্য কোনো অপশন নেই। আলেমদের মাঝে এ বিষয়ে কোনো দ্বীমত নেই। সম্প্রতি (গত ১১ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১) ব্রিটেনে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে ডাঃ জাকির নায়েক (Islam & 21 st century) শিরোনামের উপর আলোচনা উপস্থাপন করেন। আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তার মর্জিমত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রায় প্রতিটি উত্তরে তিনি ইসলামের কোনো না কোনো বিধানকে বিকৃত করেছেন। পরে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এখন শুধু বর্তমান প্রসঙ্গে কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই। জন নামের একজন প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে,

Question: Hi my name is John and I am a doctoral student from the USA. My question has to do with persecution, specifically how former Muslims are sometimes killed if they have chosen to leave Islam, deciding that another religion is more true.

For example, my girlfriend is Turkish and she lives in turkey, she used to be Muslim but she decided to become a Christian after understanding Jesus in a new way as god made flesh.

She's had fears in the past that she may be harmed or even killed for her decision. In light of the recent attention to this matter in Pakistan with

Miss. Bibi and the blasphemy laws. My question is this – what are you doing to educate or you plan to do educate the Muslims that if someone chooses to leave Islam that person should not be killed?

সংক্ষেপে প্রশ্নটির মূল বিষয় ছিলো যদি কোনো মুসলিম অন্য ধর্মকে সত্য মনে করে তা গ্রহন করে তবে তাকে কিভাবে হত্যা করা যেতে পারে? প্রশ্নে শেষে বলা হয়েছে,

What are you doing to educate or you plan to do to educate the Muslims that if someone chooses to leave Islam that person should not be killed?

একজন লোক যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চাই তবে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। এই মুসলিমদের এটা শিখানোর জন্য আপনারা কি করছেন বা কি করার প্লান করছেন?

এর উত্তরে জাকির নায়েক অনেক লম্বা কথা বলেছেন। তার কথার উল্লেখযোগ্য অংশ হলো,

And all these articles that come about me – a preacher of hate – one of the point was that Dr. Zakir prescribes death penalty for those Muslims who leave their faith and they profess any other faith.

Again these reports were out of context, they took up a portion of my speech where I said that many scholars say that a Muslim who leaves his faith and professes any other religion, death penalty is the punishment but I went on to further say that death penalty is not the standard punishment for my Muslim who leaves his faith and professes any other religion.

I gave the example that once during the time of Prophet Muhammad (peace be upon him), there was a Muslim who converted to another faith and had done some wrong deed for which the Prophet had told that he should be put to death, but later on when Hazrat Uthman approached the Prophet and he said that the man should be forgiven, the Prophet pardoned him.

This incident proves that death penalty is not the standard rule for any Muslim who changes his faith.

আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উপস্থাপন করা হয় তার মধ্যে একটি বিষয় এই যে, বলা হয় যেসব মুসলিম তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে অন্য কোনো বিশ্বাস গ্রহন করে ডাঃ জাকির নায়েক তাদের হত্যা করার রায় দিয়েছেন।

এই প্রতিবেদনটিও প্রসঙ্গের বাইরে। তারা আমার কথার একটি অংশ উল্লেখ করেছে যেখানে আমি বলেছি যেসব মুসলিম তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে অন্য বিশ্বাস গ্রহন করে অনেক আলেম বলেছেন তাদের হত্যা করতে হবে। কিন্তু আমি আরও বলেছি, যেসকল মুসলিমরা তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহন করে তাদের জন্য হত্যার বিধানই অপরিবর্তনীয় বিধান নয়।

আমি উদাহরণও দিয়েছি যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সময় একবার একজন মুসলিম অন্য ধর্মে ফিরে গিয়েছিলো এবং কিছু খারাপ কাজ করেছিলো। যে কারণে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে করার আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু পরে যখন হজরত উসমান রসুলুল্লাহ ﷺ এ নিকট পৌঁছলেন এবং বললেন এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন। রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, যে কোনো মুসলিম যদি তার বিশ্বাস পরিবর্তন করে তবে হত্যা তার একমাত্র বিধান নয়।

প্রশ্নকর্তা আবার জানতে চান ডা জাকির নায়েক মুসলিমদের এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। তিনি বলেন,

There are tens of millions of people watching this program on ‘Peace TV’, they are being educated that death penalty is not the standard rule but why will they believe in me because I have given the reference. I gave the reference of the saying of Prophet from in Abu Dawood. I am given the reference for authenticity – Abu Dawood, vol. 3 hadeeth no. 4345.

Now when I give reference..... anyone can go and check up. In this hadeeth, the prophet pardoned the person who was a Muslim and changed to another faith.

Now the difference between my answer and the other answers are that the other people just say without given reference. Now when I give a reference,..... this gives more authenticity and I am sure now, there are millions of Muslims who will agree the death penalty is not the standard rule for any Muslim who changes his faith to any other religion.

লক্ষ লক্ষ লোক পিচ টিভিতে এই অনুষ্ঠান দেখছে। তারা শিখছে যে, হত্যা (মুরতাদের জন্য) স্থায়ী বিধান নয়। কিন্তু তারা কেনো আমাকে বিশ্বাস করবে? কারণ আমি দলীল দিয়েছি। আমি রসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা হতে দলীল দিয়েছি। এটা আবু দাউদের হাদীস। সত্যতার জন্য আমি দলীল দিচ্ছি। আবু দাউদ, ভলি-৩, হাদীস নং ৪৩৪৫। এখন যেহেতু

আমি দলীল দিচ্ছি তাই যে কেউ যাচায় করে দেখতে পারেন। এই হাদীসে এমন একজনকে ক্ষমা করেছেন যে মুসলিম ছিলো। কিন্তু অন্য বিশ্বাসে ফিরে গিয়েছিলো। এখন আমার উত্তরের সাথে অন্যদের উত্তরের পার্থক্য হলো, অন্যরা কেবল বলে দেয়। কোনো দলীল উল্লেখ করে না। এখন আমি যেহেতু দলীল দিলাম ফলে ব্যাপারটি অধিক সত্যতা পেলে। এখন আমি নিশ্চিত যে, লক্ষ লক্ষ মুসলিম আমার সাথে একমন হবেন যে, কোনো মুসলিম তার নিজ বিশ্বান পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহন করলে তাকে হত্যা করতে হবে এটা নিশ্চিত বিধান নয়।

ডাঃ জাকির নায়েক এতো গর্ব করে যে হাদীসটি পেশ করেছেন সেটা যাচায় করতে গিয়ে কিন্তু হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো। হাদিসটি আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল হুদুদ এর মুরতাদের হুকুম অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এখানে পরপর দুটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইংরেজী ভাষনের ৪৩৪৫ এবং ৪৩৪৬ নং হাদীস। প্রথম হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। আর তার পরের হাদীসটিতে উপরের উপরের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। প্রথম হাদিসটি হলো,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَازَلَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكَفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারাহ রসুলুল্লাহ সা এর ওহী লেখক ছিলেন। পরে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে। সে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। রসুলুল্লাহ সা মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করতে আদেশ করেন। পরে উসমান ইবনে আফফান তাকে আশ্রয় দেন। সেকারণে রসুলুল্লাহ সা ও তাকে আশ্রয় দেন।

[আবু দাউদ/কিতাবুল হুদুদ/বাবুল হুকুমি ফিমান ইরতাদ্দা]

আশ্চর্যের বিষয় যে, ডাঃ জাকির নায়েক যাকে মানুষ সর্বধর্মের উপর মহাপন্ডিত মনে করে তিনি এই হাদীসটির পরের হাদীসটি পড়তে ভুলে গেলেন? নাকি সর্বধর্মের উপর গবেষণা করার ব্যস্ততায় ইসলাম নিয়ে লেখাপড়ার অবসর পান না? আফসোস তার মত গবেষকের জন্য! কোনো হাদীস হতে দলীল গ্রহন করতে হলে ঐ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের উপর একত্রে গবেষণা করা প্রয়োজন। আর এখানে ভিন্ন কোনো গ্রন্থ নয় বরং একই গ্রন্থের একই পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হাদীসটি হতে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গর্ব করে বলা হচ্ছে অন্যরা দলীল দেয় না কেবল কথা বলে। আর আমি দলীল

দিচ্ছি। কেউ চাইলে দেখে নিতে পারে। পরের হাদীসটিতে উপরের হাদীসে বর্ণিত ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেখান বলে হয়েছে,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ بَأْيِي، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَهْدِي إِلَى هَذَا حَيْثُ رَأَيْتُ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ، فَيُقْبَلُ؟»

উসমান রাঃ বললেন, হে আল্লাহর রসুল সঃ আব্দুল্লাহর বায়াত গ্রহন করুন। রসুলুল্লাহ সঃ তার মাথা উচু করলেন এবং তার দিকে তিনবার দৃষ্টি দিলেন। প্রতিবারই তিনি তার বায়াত গ্রহন করতে অস্বীকার করলেন। পরে তিনি তার বায়াত গ্রহন করলেন এবং তার সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কোনো বুদ্ধিমান লোক ছিলো না? যখন আমি তার বায়াত গ্রহন করতে অস্বীকার করলাম তখন তাকে হত্যা করতো?

দেখা যাচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারাহ্ তওবা করে মুসলিম হয়ে রসুলুল্লাহ সঃ এর হাতে বায়াত হতে এসেছিলেন। আর কোনো মুরতাদ যদি তওবা করতে চায় তবে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা পূর্বেই কথা বলেছি। কিন্তু জাকির নায়েক এই হাদীস থেকে যেসকল মুসলিমরা ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাদের ছেড়ে দেওয়া বৈধ প্রমাণ করেছেন।

সত্যিই প্রশংসা করার মত তার প্রতিভা ও ধর্মজ্ঞান! যে ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করার পর আবার তওবা করে ফিরে আসতে চায় আর যে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং সেভাবেই টিকে থাকে এই উভয়ের মধ্যে কতটা পার্থক্য তা জাকির নায়েকের মত লোকদের কিভাবে অজানা থাকে সেটাই প্রশ্ন। তার থেকেও বড় কথা এমন একটা হাদীসকে সামনে এনে পুরো মুসলিম উম্মার ইজমাকে বাতিল প্রমানের চেষ্টা করাটাও কম দুঃসাহসের ব্যাপার নয়!

এসব ব্যাপারে চিন্তা করে সত্যিই অবাক হলাম!!!

আসলে এ সবই হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

ডাঃ জাকির নায়েকের চিন্তা-দর্শন ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে আরো অনেক বিচ্যুতি রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। সেসব বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করার আশা রাখি ইনশাআল্লাহ।

লেখকের অন্যান্য বই

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বালালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাক্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়্যা (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!' বইয়ের জবাব)

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৭. ছোটদের আকাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

* ভাষা শিক্ষা:

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়্যিদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)
২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)